দৈনিক খবর

তারিখ ... 21 JUN 1991 ...
পৃষ্ঠা ... 8 ... কলাম ... 2 ...

ঢাকা ভার্সিটিতে ৪ ঘন্টা সশস্ত্র সংঘর্ষ ঃ গুলীতে নিহত ১

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার ছাত্রলীগ (শা-অ) ও ছাত্রলীগের (না-শ) মধ্যে চার ঘন্টা মুখোমুখি সশস্ত্র সংঘর্ষে ছাত্রলীগের (না-শ) নেতা মাহবুব আলম মাহবুব (২৬) গুলীবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন। গুলীবিদ্ধ আরো একজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দীর্ঘ সংঘর্ষকালে উভয়পক্ষের মধ্যে পাঁচ-ছয়শ' রাউন্ড গোলাগুলী চলে এবং গোটা এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুসারে আজ শুক্রবার রাত দশটার মধ্যে আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের হল ত্যাগ করতে হবে।

জানা গেছে, সম্প্রতি ছাত্রলীগ (শা-অ) ও ছাত্রলীগের (না-শ) মধ্যে জগন্নাথ হলে একটি সিটকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট সংঘর্ষের জের হিসেবে গত বুধবার বিকেলে টিএসসি এলাকায় মৃদু সংঘর্ষ হয় এবং গতকাল তা আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করে। গতকাল বেলা দেড়টায় টিএসসিতে ছাত্রলীগের (শা-অ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার

শেষ পৃষ্ঠায় ৬ষ্ঠ কলামে

ভার্সিটিতে ৪ ঘন্টা সংঘর্ষ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান আনসারীর ওপর হামলা ও গুলীবর্ষণের ঘটনা ঘটে। তবে সকাল থেকে উভয় পক্ষের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা চলছিল। দুপুর ১টায় মধুর কেন্টিন এলাকায় উভয় পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া শুরু হয় এবং চূড়ান্ত প্রস্তুতির জন্য যে যার অবস্থানে চলে যায়। ছাত্রলীগ (শা-অ) জহুরুল হক হলে ও ছাত্রলীগ (না-শ) মহসিন হলে অবস্থান নেয়। উভয়পক্ষ গুলীবর্ষণের সাথে সাথে সামনে অগ্রসর হয় এবং জহুরুল হক হল গেট ও বসুনিয়া তোরণে অবস্থান নিয়ে গোলাগুলী চালাতে থাকে। বেলা দেড়টায় গোলাগুলী শুরুর অল্পক্ষণের মধ্যেই ছাত্রলীগ (না-শ) মহসিন হল শাখার সভাপতি মাহবুব আলম মাহবুবের মাথায় গুলীবিদ্ধ হয়। গুলীবিদ্ধ অবস্থায় তাকে শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের ভেতর দিয়ে পেছন পথে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হলে ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তার বাড়ি মাদারীপুরে।

থেমে থেমে দুপুর একটা থেকে দু'পক্ষের মধ্যে বিকেল ৫টা পর্যন্ত গোলাগুলী চলে এবং এ সময়কালে প্রায় পাঁচ-ছয়শ' রাউন্ড গুলী বিনিময় হয়। প্রচণ্ড গোলাগুলীর সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের নীলক্ষেত এলাকার স্টাফ কোয়ার্টারে দশম শ্রেণীর ছাত্র আরিফুর রহমান বুকে গুলীবিদ্ধ হয়। আরিফুর ২২/ডি নম্বর কোয়ার্টার থেকে নীচে নামার সময় গুলীবিদ্ধ হয়। তার বাবা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী বলে জানা গেছে। সে নাটোরের মাধবদী হাই স্কুলের ছাত্র।

নিহত মাহবুবের বাড়ি মাদারীপুর এবং তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শেষ বর্ষের ছাত্র ছিলেন। তার বাম চোয়াল দিয়ে গুলী ঢুকে মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

গত কয়েক মাস যাবৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক পুলিশ ও বিডিআর মোতায়েন রয়েছে এবং গতকালের সংঘর্ষ চলাকালেও উপাচার্য ভবনের সামনে এক গাড়ী বিডিআর এবং জহুরুল হক ও মহসিন হলের মাঝখানে পুলিশের গাড়ী ছিল। ঘটনাস্থলের কয়েকশ' গজের মাথায় নীলক্ষেত পুলিশ ফাঁড়ি। প্রায় চার ঘন্টা ধরে সংঘর্ষের এক পর্যায়ে বিকেল পৌনে পাঁচটায় ব্যাপক পুলিশ ও বিডিআর জহুরুল হক ও মহসিন হলে তল্লাশীর জন্য যায়। পুলিশ ও

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বৃহস্পতিবার গতকাল গুলীবৃদ্ধ আরিফুর রহমান -খবর

বিডিআর-এর আগমনে সশস্ত্র ব্যক্তিরা হল ত্যাগ করে। পুলিশ ও বিডিআর কিছুই পায়নি। সংশ্লিষ্ট হল এলাকায় ও আশেপাশে ব্যাপক পুলিশ ও বিডিআর মোতায়েন রাখা হয়েছে।

ক্যাম্পাসে বিবদমান দু'টো সংগঠনের মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনা বিরাজ করছে। ঈদের ছুটি শুরু হওয়ায় অনেক ছাত্র-ছাত্রী ইতিমধ্যে আবাসিক হল ত্যাগ করেছে এবং যারা এখনও হলে রয়েছে তারা চরম আতঙ্কের মধ্যে কাটাচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিবেশ পরিষদের পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঈদের বন্ধের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীকে হল ত্যাগ করতে হবে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের হল ত্যাগের সর্বশেষ সময় আজ শুক্রবার রাত ১০টা। বিশ্ববিদ্যালয় আজ থেকে আগামী ৩০শে জুন পর্যন্ত ঈদের বন্ধ থাকবে। গতকাল সন্ধ্যায় টিএসসিসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি আবাসিক হল এলাকায় বিদ্যুৎ না থাকায় এক ভুতুড়ে পরিবেশ বিরাজ করছিল। ভয়ে অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে গত রাতেই হল ত্যাগ করতে দেখা যায়।

এদিকে গতকাল বিকেল সাড়ে তিনটায় অনুষ্ঠেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের বাজেট অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে।

নিহত মাহবুবের লাশ পুলিশ প্রহরায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে রাখা হয়েছে এবং আজ সকালে ময়না তদন্তের পরে লাশ মাদারীপুরে পাঠানো হবে।

গতরাতে ছাত্রলীগ (না-শ) জানায়, নিহত মাহবুবের লাশ নিয়ে সংগঠনের উদ্যোগে আজ শুক্রবার বাদ জুমআ বায়তুল মোকাররম মসজিদে নামাজে জানাজা শেষে তার গ্রামের বাড়িতে পাঠান হবে। বিকেলে প্রেসক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত হবে শোক সমাবেশ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জাসদ ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের যৌথ সন্ত্রাসের প্রতিবাদে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের (শা-অ) উদ্যোগে গতকাল বিকেলে এক বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। বিক্ষোভ মিছিলটি জহুরুল হক হল থেকে শুরু হয়ে ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে শহীদ মিনারে সমাবেশের আয়োজন করে। উক্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার [illegible] সম্পাদক কামরুজ্জামান [illegible]